102

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ APR. 25 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

পাবলিক পরীক্ষায় অব্যবস্থাপনার কথা স্বীকার করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি

ইলিয়াস খান

শিক্ষা মন্ত্রণালয় শেষ পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষায় চরম অব্যবস্থাপনার কথা স্বীকার করেছে। স্বীকারোক্তি মোতাবেক বিগত কয়েক বছরের এই অব্যবস্থাপনার কথা মাথায় রেখে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দীন আহমেদ পাবলিক পরীক্ষা পরিচালন সংক্রান্ত জেলা কমিটির প্রধান জেলা প্রশাসকদের কাছে চিঠি দিয়েছেন। এই চিঠিতে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, উত্তরপত্রের নিরাপত্তা এবং দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা পরিচালনা বিষয় নানা বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বছর এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং চলতি বছরে সম্প্রতি শেষ হওয়া এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা নিয়ে একটি মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করে। এই রিপোর্টে উল্লেখিত পরীক্ষাসমূহে ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়টি স্থান পায়। এতে বলা হয়, গত বছর এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে সারা দেশের লাখ লাখ পরীক্ষার্থী এবং অভিভারকবৃন্দ এক দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে নিপতিত হয়ে দুঃসহ সময় অতিবাহিত করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরি ও বিক্রি করে অবৈধভাবে লাভবান হয়ে কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা করেছে। তাছাড়া বিগত এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে দুর্নীতি ও নকল হয়েছে বলে বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি গোটা শিক্ষা প্রশাসনের এবং পাবলিক পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। মূল্যায়ন রিপোর্টে সম্প্রতি শেষ হওয়া এসএসসি পরীক্ষার অব্যবস্থাপনা নিয়ে বলা হয়, 'বেশ কয়েকটি জেলায় সংরক্ষিত স্থান হতে ইতোপূর্বে প্রশ্নপত্র গ্রহণকালে অসতর্কতাবশত দিনের নির্ধারিত বিষয়ের বদলে ভিন্ন দিনের ভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ অসতর্কতা সরকারকে বড় ধরনের বিব্রতকর অবস্থায় নিপতিত করেছে এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষকে নতুনভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে প্রশ্ন ছাপাতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের এরূপ অসতর্ক আচরণ খুবই দুঃখজনক। এ ছাড়াও মূল্যায়ন রিপোর্টে পাবলিক পরীক্ষার নানা অব্যবস্থাপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। পাবলিক পরীক্ষায় নানা ধরনের অব্যবস্থাপনা ইতোপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বীকারই করতে চাইত না। বরং এ সম্পর্কিত সংবাদকে সংবাদপত্রের বাড়াবাড়ি বলে অবজ্ঞা করেছে। কিন্তু মূল্যায়ন রিপোর্ট তথা জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো চিঠিতে বিষয়টি পুরোপুরি স্বীকার করা হয়েছে। আগামী ৬মে থেকে সারা দেশে ৫টি শিক্ষাবোর্ডের আওতায় একযোগে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৩মে থেকে আলিম/ফাযিল এবং ১৫মে থেকে কামিল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই পরীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই পরীক্ষায় যাতে কোন প্রকার দুর্নীতি কিংবা নকল না হতে পারে সে জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর এই বিষয়টি সামনে রেখেই শিক্ষা সচিব গত ১৯ এপ্রিল জেলা প্রশাসকদের কাছে দীর্ঘ চিঠি প্রদান করেছেন। এই চিঠিতে পরীক্ষানুষ্ঠান যে কোন উপায়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বলা হয়েছে।